জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকিসমূহ নিরূপণ ও স্থানীয় পরিকল্পনা পদ্ধতি ১৭

স্থানীয় পরিকল্পনা পদ্ধতির ধাপসমূহ

অংশগ্রহণমূলক ঝুঁকি নিরূপণ

স্থানীয় জনগণ ও তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানা, জনগণের জীবিকা, সামাজিক কাঠামো, ধনী-গরীব বৈষম্য, ভূমির মালিকানা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ইত্যাদি সম্পর্কে জানা (পিআরএ পদ্ধতির ব্যবহার যেমন-ওয়েল্থ র‍্যাংকিং, এফজিডি, সম্পদ মানচিত্র, অংশগ্রহণমূলক ভূমি জরিপ ইত্যাদি।

- এই প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত করা

স্থানীয় জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ

আবহাওয়া অফিস / এলাকার নিকটস্থ তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে সংগৃহীত বৃষ্টিপাত এবং তাপমাত্রার তথ্য, পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি-হ্রাস সম্পর্কিত তথ্যসহ অপরাপর উৎস থেকে নদ-নদীর নাব্যতা, ভূমির উচ্চতা ও গঠন, মাটির ধরন, বাঁধ, আশ্রয় কেন্দ্র ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ। এক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল এর সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

আপদ ও বিপদাপন্ন সেক্টরসমূহ চিহ্নিতকরণ

অংশগ্রহণকারীদের স্টেকহোল্ডার দল অনুসারে ভাগ করে তাদের কাছ থেকে স্থানীয় জনগণ সাধারণত কি ধরনের আপদের সম্মুখীন হয় তা চিহ্নিত করা এবং এর ফলে নির্দিষ্ট কোন কোন স্থান, কোন কোন সেক্টর (মৎস্য, কৃষি, স্বাস্থ্য, গবাদি পশু, শিক্ষা ইত্যাদি) কোন ধরনের স্থানীয় জনগণ (মৎস্যজীবী, কৃষক, মহিলা, শিশু, বিকলাঙ্গ ইত্যাদি) কোন মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নিরূপণ।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন

তথ্যের প্রাপ্তি সাপেক্ষে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আপদসমূহের (আগাম বন্যা, বন্যা, পানির লবণাক্ততা, খরা ইত্যাদি) প্রবণতা বিশ্লেষণ (যেমন আগাম বন্যার সময়কাল এগিয়ে আসা, অসময়ে খরা, পানির উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি) করা এবং এর ফলে সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ (যেমন আগাম বন্যায় পাকা ধান তলিয়ে যাওয়া) চিহ্নিত করা। ঝুঁকিসমূহের অগ্রাধিকার বা গুরুত্ব নিরূপণ। জীবন-জীবিকার উপর এর প্রভাব বিশ্লেষণ।

ঝুঁকি কমানোর সম্ভাব্য উপায়

সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহের ক্ষয়ক্ষতি কমানো, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশলসমূহ নিরূপণ এবং এর উপায় ও পদ্ধতি নির্ধারণ।

ঝুঁকি কমানোর উপায় নির্ধারণে ঐক্যমত

স্থানীয় ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার (কমিউনিটি ও সরকারী/বেসরকারী সেবা প্রদানকারী, স্থানীয় সরকার ইত্যাদি) যৌথভাবে ঝুঁকি কমানোর উপায় ও অগ্রাধিকার বিশ্লেষন করে করনীয় নির্ধারণে ঐক্যমত।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলায় স্থানীয় পরিকল্পনা

স্থানীয় পর্যায়ে এই পদ্ধতিতে একটি পরিকল্পনা প্রণয়নে ৯ দিন সময় লাগে।

- ১ টি ইউনিয়ন, ৩ টি ওয়ার্ড (পুরাতন বিভাজন)
- ৪ ধরনের স্টেকহোল্ডার (যেমন: ভূমিহীন, কৃষক, মহিলা, প্রতিবন্ধী/অক্ষম/বয়স্ক)
- ৪ জন দক্ষ সহায়তাকারী
- একসাথে দুটো সেশন চালানোর মত স্থান

স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের পর স্থানীয় জনগণ ঝুঁকির সাথে খাপ খাওয়ানোর কৌশল নির্ধারণ করে, যা পরবর্তীতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয় (যেমন, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি)।

এই প্রক্রিয়ার শেষে একটি ঐক্যমত ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ নিরূপণ করা এবং তা মোকাবেলায় একটি কার্যকর পরিকল্পনা পাওয়া যায়।

তথ্যপত্রটি বাংলাদেশ সরকারের ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল কর্তৃক প্রকাশিত এবং সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ (সিএনআরএস) কর্তৃক প্রণীত ও মুদ্রিত